তারিখ 17.৪.2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

প্রথম আলো

বাঁ থেকে এইচ এম ইফতেখার মাহমুদ, শুভ্র ইম্মানুয়েল রোজারিও, সামিনা সারওয়াত এবং সামিদ রাজ্জাক। ছবি : খালেদ সরকার

'ভোটপ্রার্থী' চার শিক্ষার্থী

প্রিয়াংকা কুন্ডু

১২ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ ভবনের সামনে আমরা অপেক্ষা করছিলাম চার শিক্ষার্থীর জন্য। ঢাবির ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের এইচ এম ইফতেখার মাহমুদ ও সামিনা সারওয়াত, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের শুভ্র ইম্মানুয়েল রোজারিও এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সামিদ রাজ্জাক—প্রত্যেকেই পড়ছেন শেষ বর্ষে। চার শিক্ষার্থীকে এক মঞ্চে নিয়ে এসেছে একটি প্রতিযোগিতা—গ্লোবাল ইনোভেশন থ্রু সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বা জিস্ট টেক আই। ইফতেখার, সামিনা, শুভ্র আর সামিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তার আগে জিস্ট টেক আই সম্পর্কে একটু বলে নিই।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের তত্ত্বাবধানে দ্য আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স (এএএএস) নামে একটি অলাভজনক সংস্থা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। জিস্ট টেক আইয়ের আসরে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা জমা দেন। এ বছর সারা বিশ্বের ১৩৫টি দেশ থেকে ১ হাজার ১৫০টির বেশি পরিকল্পনা জমা পড়েছিল। তার মধ্য থেকে সেমি ফাইনালের জন্য নির্বাচিত ১০২ জনের মধ্যে টিকে গেছেন বাংলাদেশের চারজন। নামগুলো নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন! হ্যাঁ, এই সেমি ফাইনালিস্টদের সঙ্গে আড্ডা দিতেই সেদিন আমরা হাজির হয়েছিলাম ঢাবি ক্যাম্পাসে।

চার শিক্ষার্থীর মধ্যে সামিদ রাজ্জাকের পরিকল্পনার সঙ্গে স্বপ্ন নিয়ের পাঠকেরা আগে থেকেই পরিচিত। সামিদদের প্রকল্প নিয়ে এ বছর ২৪ জানুয়ারি 'দশ মিনিটের স্কুল!' শিরোনামে স্বপ্ন নিয়েতে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। অনলাইন-ভিত্তিক এই স্কুলে আছে বহু টিউটোরিয়াল, পরীক্ষা আর পরামর্শ। যেখানে ১০ মিনিটের মধ্যেই কোনো বিষয় শেখা, চর্চা করা, পরীক্ষা দেওয়া, ফলাফল পাওয়া—সব সম্ভব! বিস্তারিত জানতে বরং 10minuteschool.com এই সাইটে ঢুঁ মারতে পারেন।

আমরা এই ফাঁকে জেনে নিই বাকি প্রতিযোগীদের প্রকল্পগুলোর খবর। আইবিএর এইচ এম ইফতেখার মাহমুদ বলছিলেন, 'আমার প্রকল্পের নাম অ্যাকুয়া গ্রিন। ঢাকা শহরের পাকা ভবনগুলোর ছাদের ওপর ছয় ফুট জায়গায় মাছ আর ফসল একসঙ্গে চাষ করার এই ভাবনা নিয়েই আমি জিস্ট টেকে অংশ নিয়েছি।'

টেন মিনিট স্কুল, অ্যাকুয়া গ্রিন, আস্থা নাকি সেতু—কোন প্রকল্প যাবে মূল পর্বে সেটি নির্ভর করছে ভোটের ওপর। সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া ৩০ জন অংশ নেবেন ফাইনালে। যিনি বিজয়ী হবেন, আয়োজকদের পক্ষ থেকে তিনি পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, প্রচার ও মূলধন—সবই পাবেন।

প্রত্যেক প্রতিযোগীকে নিজের পরিকল্পনার ওপর ৯০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও তৈরি করতে হয়েছে। www.gistnetwork.org/tech-i/vote এই ঠিকানায় গিয়ে ভিডিও দেখে তাঁদের ভোট করতে পারেন যে কেউ। এখন শিক্ষার্থীদের ভোট সংগ্রহের কাজ চলছে পুরোদমে। সামিনা বলছিলেন, 'বন্ধু, আত্মীয়স্বজন সবাইকে বারবার ভোট দেওয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।'

টেন মিনিট স্কুল, অ্যাকুয়া গ্রিন, আস্থা নাকি সেতু—কোন প্রকল্প যাবে মূল পর্বে সেটি নির্ভর করছে ভোটের ওপর

ওদিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি আর্সেনিক দূর করার পরিকল্পনা জমা দিয়েছেন সামিনা সারওয়াত। বলছিলেন, 'আমি ধানের কুঁড়া দিয়ে কম খরচে আর্সেনিক পরিশোধনযোগ্য ছাঁকনি তৈরি করতে চাই। আমার প্রকল্পের নাম আস্থা।' শুভ্র ইম্মানুয়েল রোজারিওর আইডিয়াটাও দারুণ। তিনি বললেন, 'ধরুন আপনার জরুরি রক্তের প্রয়োজন, রক্তদাতা পাচ্ছেন না। আবার রক্তদাতার খোঁজ পেয়েছেন, কিন্তু যোগাযোগ করতে পারছেন না। এমন সময় কাজে আসবে আমার প্রস্তাবিত মোবাইল ফোন অ্যাপ "সেতু".'

প্রাথমিকভাবে বিচারকেরাই সেমিফাইনালিস্টদের বাছাই করেছেন। কিন্তু

একই অনুষদের শিক্ষার্থী হিসেবে ইফতেখার আর সামিনা একে অপরকে চিনতেন। শুভ্র আর ইফতেখার একই স্কুলে পড়েছেন, সেই সুবাদে এই দুজনও পরিচিত। ওদিকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুবাদে সামিদ রাজ্জাকের সঙ্গেও তাঁদের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। *প্রথম আলোর* আলোকচিত্রী ছবি তোলার সময়ই চারজনের আড্ডা জমে গেল। ভেতরে-ভেতরে প্রতিযোগিতা চললেও, তারা একে অপরের বন্ধু। সবচেয়ে বেশি ভোট জিতে নিয়ে কে পৌঁছাতে পারেন মূল মঞ্চে, দেখা যাক!